# খ্রীস্টবিশ্বাসীর আভ্যন্তরীণ মনোভাব

## প্রথম থিষলনীকীয় ৫ অধ্যায় ১৬-২২ পদ

গত সপ্তাহে আমরা ১থিষলনীকীয় ৫:১২-১৫ পদ থেকে মণ্ডলীর মধ্যে নেতাদের (১২ পদ), তাদের অনুসরণকারীদের (১৩-১৪ পদ) এবং বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে যারা আছে, তাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগের (১৫ পদ) দায়িত্ব সম্বন্ধে শিখেছি। এর ঠিক পরবর্তী অংশে (১৬-২২ পদে) খ্রীস্টবিশ্বাসীরা এই সমস্ত দায়িত্ব পালনের সময় কী প্রকার আভ্যন্তরীণ মনোভাবের অধিকারী হবে, সে বিষয়ে পৌল থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের উদ্দীপ্ত করেছে।

**১। সতত আনন্দ কর (১৬ পদ)**

১৫ পদে পৌল তাদের বলেছিল, যারা তাদের অপকার করে থাকে, তার পরিশোধে বিশ্বাসীরা যেন তাদের অপকার না করে, পরিবর্তে পরস্পরের প্রতি ও সকলের প্রতি সদাচরণ করে। এই কথার অর্থ, বিশ্বাসীরা যতই পরিবেশ ও পরিস্থিতির দ্বারা মন্দ-আচরণ করতে প্ররোচিত হোক-না-কেন, তারা সদাচরণ বা পরোপকার করতে বাধ্য থাকবে। এই কথা যখন আমরা উপলব্ধি করি, তখন এই প্রেক্ষাপটে ১৬ পদের ***"সতত আনন্দ করার"*** অর্থ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়। অন্যের অপকার করতে বা প্রতিশোধ নিতে প্ররোচিত হওয়া সত্ত্বেও, তার পরিবর্তে তাদের প্রতি সদাচরণ করার মধ্যে আনন্দপূর্ণ মনোভাব থাকতে হবে। অনেক সময় আমরা অপকারের পরিবর্তে উপকার করি, কিন্তু ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও তা করে থাকি, অথবা ঝামেলা এড়াতে করে থাকি; কিম্বা উপরে উপরে ক্ষমা করার ভান করে থাকি, কিন্তু মনে মনে সে আমাদের যে ক্ষতি করেছে, তার হিসাবে করি। না, তা খ্রীস্টবিশ্বাসীর আচরণ নয়। যীশু খ্রীস্ট নিজে কখনও এমন দ্বিচারিতা করেননি, এবং তাঁর অনুসরণকারীদের এমন কাজ করতে শিক্ষাও দেননি।

মনে রাখতে হবে, খ্রীস্টবিশ্বাসী হল সেই ব্যক্তি, যে ঈশ্বরের দ্বারা পুনর্জাত হয়েছে (যোহন ৩:৩, ৭), সে এক নতুন সৃষ্টি (২করিন্থিয় ৫:১৭); তাই, পুনর্জন্ম পায়নি, এমন মানুষের চোখে জগতের বিভিন্ন ঘটনাকে সে দেখে না। কিন্তু স্বর্গীয় পিতার সন্তান হিসাবে, সে আনন্দের সঙ্গে পিতার জগতকে দেখে। ফলস্বরূপ, সে পৃথিবীস্থ বিষয়ের পরিবর্তে ঊর্দ্ধস্থ বিষয় ভাবে ও তার চেষ্টা করে (কলসীয় ৩:১-২)। সাধারণভাবে, জগতের মানুষ কেবল তখন আনন্দ করে, যখন সমস্ত বিষয় ঠিকঠাক চলে; কিন্তু তারা যখন বাইরে থেকে বিভিন্ন তাড়না ও ভিতরের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন তাদের সেই আনন্দ উবে যায়। কারণ, তাদের সেই আনন্দ বাহ্যিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু যীশু খ্রীস্ট তাঁর দেহায়ণ এবং ক্রুশীয় প্রায়শ্চিত্ত কাজের দ্বারা তাঁর সন্তানদের জন্য যে আনন্দ এনেছেন, তা পরিবেশ বা পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল নয়। তাই, "খ্রীস্টে" তাদের এই আনন্দ তাড়নার মধ্যেও, চাপের মধ্যেও, কঠিন জীবন-যাত্রার মধ্যেও, তারা উপভোগ করে। তারা তাদের সমস্যা থেকে তাদের প্রভুর বিষয় বেশি ধ্যান করে; তাদের পার্থিব দারিদ্র থেকে খ্রীস্টে তাদের স্বর্গীয় ধনের বিষয় বেশি চিন্তা করে; তাদের বর্তমান বা অতীতের কঠিন জীবন-যাত্রাকে স্মরণ করার পরিবর্তে, তারা তাদের আগামী গৌরবময় জীবনকে আশা করে। পৌল কেবল উপদেশ দেবার জন্য যে একথা বলেছে, তা নয়; কিন্তু সে নিজে কঠিন পরিস্থিতিতে আনন্দ করার জীবন যাপন করেছে (প্রেরিত ১৬:২৫) বলেই এমন শিক্ষা দিয়েছে।

আজ আমরাও সতত আনন্দের জীবন যাপন করব। তাই আমরা আরও বেশি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি দৃষ্টি দেব (লূক ১০:২০); খ্রীস্টের সান্নিধ্যে জীবন যাপন করব (গীত ১৬:১১); ঈশ্বরের বাক্য আরও বেশি অধ্যয়ন ও পালন করব (যিরমিয় ১৫:১৬); মানুষের কাছে সুসমাচার প্রচার করব (১থিষ ২:১৯); এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করব (গীত ৭১:২৩)।

**২। অবিরত প্রার্থনা কর (১৭ পদ)**

খ্রীস্টবিশ্বাসী কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও যেমন আনন্দ করে থাকে, ঠিক তেমনই পিতার কাছে প্রার্থনা করে থাকে। কারণ সে তার পরিত্রাণে নিজের অক্ষমতার কথা জানে ও স্বীকার করে। সে জানে ও বিশ্বাস করে যে, একদিকে, সে নিজের ক্ষমতায় তার পাপ থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে পারে না; এবং অন্যদিকে, তার নিজের ক্ষমতায় সে তার প্রাত্যহিক বিশ্বাস-জীবন যাপনও করতে পারে না। তার পাপ থেকে উদ্ধারের জন্য সে



অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

খ্রীস্টের ক্রুশীয় প্রায়শ্চিত্তের উপর স পূর্ণ নির্ভরশীল; এবং বর্তমান বিশ্বাস-জীবন যাপনে তার মধ্যে বসবাসকারী পবিত্র আত্মার শক্তি একান্তভাবে প্রয়োজন। আবার, খ্রীস্টবিশ্বাসী জানে যে তার সমস্ত প্রয়োজনের মুহূর্তে ঈশ্বর তার সহবর্তী (রোমীয় ৮:২৮, ৩৫-৩৯)। তাই, খ্রীস্টবিশ্বাসী সদা-সর্বদা ঈশ্বর-নির্ভরতার বিষয় সচেতন। সে উপলব্ধি করে যে, ঈশ্বরের ক্ষমতা ও প্রেম তাকে ঘিরে রেখেছে। সে যদিও তার নিজের ক্ষমতায় ভালো কিছুই করতে পারে না, তথাপি তার কোনও অভাব নেই। এই উপলব্ধি একদিকে তাকে যেমন সতত আনন্দ করতে প্রেরণা যোগায়; অন্যদিকে, তার মধ্যে সর্বদা প্রার্থনার মনোভাব জাগিয়ে রাখে।

আমরা যখন উপলব্ধি করি যে, আমাদের জীবনে ঈশ্বরের ক্ষমতা ও প্রেম একান্ত প্রয়োজন, তিনি সর্বদা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন, তিনি আমাদের আশীর্বাদ করতে চান, তখন তাঁর কাছে আমরা প্রার্থনাশীল জীবন যাপন করতে বাধ্য হই। আর এই প্রার্থনাশীল জীবনের অর্থ কেবল তাঁর কাছে বিভিন্ন বিষয় চাওয়া নয়; কিন্তু তাঁর সহভাগিতা উপভোগ করা, তাঁর উপস্থিতি উপলব্ধি করা। তাই, এখানে ***অবিরত*** প্রার্থনা করার অর্থ, সর্বদা প্রার্থনার মনোভাবের অধিকারী হওয়া। পৌলের কাছে প্রার্থনা ছিল শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো। তাই, সর্বদা যে কোনও পরিস্থিতিতে আমরা তাকে প্রার্থনা করতে দেখি। এই পত্রেরই ৩:১০ পদে পৌল থিষলনীকীয় বিশ্বাসীদের লিখেছে, ***"... এই জন্য রাত দিন অতিশয় প্রার্থনা করছি"*** (আরও দেখুন, ২থিষ ১:১১; ইফিষীয় ১:১৬; ৩:১৪)। খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরাও যখন ঈশ্বর-নির্ভরতার জীবন যাপন করি, তখন আনন্দ বা দুঃখে পূর্ণ, ছোট বা বড়, সমস্ত পরিস্থিতিতে সর্বদা তাঁর কাছে প্রার্থনার জীবন যাপন করে থাকি।

**৩। সমস্ত বিষয়ে ধন্যবাদ কর (১৮ পদ)**

খ্রীস্টবিশ্বাসীর আভ্যন্তরীণ মনোভাবের কথা বলতে গিয়ে পৌল তৃতীয় যে বিষয়ের কথা বলেছে, তা হল, ধন্যবাদ জ্ঞাপন। বিশ্বাসী যখন সুসমাচারের কেন্দ্রীয় সত্য উপলব্ধি করে, তখন সে সমস্ত বিষয়ে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারে না। একজন অবিশ্বাসীর পার্থিব জীবনে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে, সে তাদেরকে কাকতালীয় বলে চিন্তা করে। তাই, যে সমস্ত ঘটনা তার ইচ্ছাকে চারিতার্থ করে, সে তাকে স্বাগত জানায়; কিন্তু তার বিপরীত ঘটনা তাকে ক্ষুব্ধ করে থাকে। কিন্তু একজন বিশ্বাসী, যে খ্রীস্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে এসেছে, সে তার জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে স পূর্ণ অন্য দৃষ্টিকোন্ থেকে দেখে। সে তার জীবনের সমস্ত ঘটনাকে কাকতালীয় ঘটনা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছার পূর্ণতা জ্ঞান করে থাকে। ফলস্বরূপ, তার জীবনের প্রতিকূল ঘটনাকেও সে ঈশ্বরের ইচ্ছার পূর্ণতা জ্ঞান করে। আর এইভাবে, সে যখন সমস্ত বিষয় ও ঘটনার মধ্যে ঈশ্বরের হাতকে দেখতে পায়, তখন সে সমস্ত বিষয়ের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে থাকে। কষ্ট-যন্ত্রণা বা ক্লেশ কখনও সুখকর নয়; কিন্তু যখন আমরা উপলব্ধি করি যে, আমাকে যিনি সত্যি ভালোবাসেন, সেই ঈশ্বর তাঁর উত্তম ইচ্ছা পূর্ণ করতে, তা আমার জীবনে অনুমতি দিয়েছেন, তখন আমরা তাঁকে ধন্যবাদ না জানিয়ে থাকতে পারি না। তাই, পৌল আমাদের বলেছে, আমরা যেন আমাদের সমস্ত বিষয়ে ধন্যবাদ করি।

১থিষলনীকীয় ৪:৩ পদে, বিশ্বাসীদের পবিত্রতা, তথা বিশুদ্ধ যৌন জীবনকে পৌল ***ঈশ্বরের ইচ্ছা*** বলেছিল। ৫:১৮ পদে পৌল আবার ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা বলেছে: ***"কারণ খ্রীস্ট যীশুতে এটাই তোমাদের উদ্দেশে ঈশ্বরের ইচ্ছা।"*** গ্রিক নতুন নিয়মে ***"এটাই"*** বলতে পৌল যদিও একবচন ব্যবহার করেছে, তথাপি এর দ্বারা উপরের তিনটি আদেশকেই নির্দেশ করা হয়েছে বলে ধরা যেতে পারে: ***সতত আনন্দ কর, অবিরত প্রার্থনা কর, এবং সমস্ত বিষয়ে ধন্যবাদ কর***। কারণ এই তিনটি আদেশ একই খ্রীস্টীয় মনোভাব থেকে প্রকাশ পেয়ে থাকে, আর তা হল, **ঈশ্বর নির্ভরতা**। অর্থাৎ, এগুলি জীবনের তিনটি ভিন্ন মনোভাব নয়, পরিবর্তে একই মনোভাবের তিনটি দিক।

খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরা যখন এমন মনোভাবের অধিকারী হই, তখন আমরা আধ্যাত্মিক কয়েকটি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে থাকি। মৃদু ভর্ৎসনার সুরে পৌল থিষলনীকীয় বিশ্বাসীদের এই তিনটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলেছে।

**৪। আত্মাকে নির্বাপিত কোরো না (১৯ পদ)**

ইফিষীয় ৪:৩০ পদে, পৌল ***"পবিত্র আত্মাকে দুঃখ দিতে"*** নিষেধ করেছে। কিন্তু পৌল এখানে ***আত্মাকে নির্বাপিত বা নির্ব্বাণ করতে*** নিষেধ করেছে। নির্ব্বাণ


অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

করার অর্থ, আগুন (মথি ৯:৪৮) বা প্রদীপের (মথি ২৫:৮) শিখাকে নিভিয়ে দেওয়া। এখন, প্রেরিত ২:৩ পদে পঞ্চাশত্তমীর দিনে পবিত্র আত্মার অবতরণকে বর্ণনা করতে গিয়ে লূক আগুনের ন্যায় জিভের উপমা দেওয়ায়, পৌল এখানে পবিত্র আত্মাকে নিভানোর যে উপমা ব্যবহার করেছে, তা অপ্রাসঙ্গিক নয়।

কিন্তু পবিত্র আত্মাকে নির্ব্বাণ করার অর্থ কী? বিশ্বাসী আমাদের পুনর্জন্মের মুহূর্ত থেকে পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে বসবাস করে থাকেন। কারণ তিনিই আমাদের পুনর্জন্ম দিয়ে থাকেন। আর ঈশ্বর যখন আমাদের পরিত্রাণ করেন, তখন তিনি চিরকালের জন্য আমাদের পরিত্রাণ করে থাকেন। কিন্তু অনেক সময় আমরা আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মার প্রভাবকে খাটো করে থাকি। আমরা আমাদের সন্দেহপ্রবণ মনোভাবের দ্বারা অথবা ক্রুদ্ধ মেজাজের দ্বারা পবিত্র আত্মাকে দুঃখ দিয়ে থাকি। অলসতার সঙ্গে সময় নষ্ট করে, অনৈতিক জীবন যাপন করে, অথবা ঐ ধরণের অন্যান্য পাপের দ্বারা আমরা পবিত্র আত্মার আগুনকে নিভাতে পারি।

নতুন বিশ্বাসীদের জীবনে যে আগুন থাকে, পুরানো বিশ্বাসী আমরা অনেক সময় আমাদের কথা ও কাজের দ্বারা তাদের সেই আগুনে ঠান্ডা জল ঢেলে দিয়ে থাকি। আনেক সময় আমরা আমাদের দৈনন্দিন শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনকে অস্বীকার করে কিংবা ইচ্ছার্থক অবাধ্যতার দ্বারা আমাদের মধ্যে আত্মার আগুনকে নিভিয়ে থাকি। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের প্রয়োজন তীমথিয়ের প্রতি পৌলের উপদেশ: *"আমার হস্তার্পন দ্বারা ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ দান তোমাতে আছে, তা উদ্দীপিত (আগুন উসকে দাও) কর"* (২তীমথিয় ১:৬)। গ্রিক নতুন নিয়মে, এখানে যে ক্রিয়াপদ ব্যবহার হয়েছে, তার সহজ অর্থ হল, কয়লার টুকরোগুলো নাড়িয়ে দিয়ে, তার মধ্যে ফুঁ দিয়ে বাতাস দাও। এর ফলস্বরূপ, আমরা আবার নতুন উদ্যমে পবিত্র আত্মার শক্তিতে জীবন যাপন করতে পারি।

**৫। ভাববাণী তুচ্ছ কর না (২০ পদ)**

নতুন নিয়মের আদি মণ্ডলীতে স পূর্ণ বাইবেল ছিল না। পুরাতন ও নতুন নিয়ম সংকলিত ৬৬টি পুস্তকের যে বাইবেল আজ আমাদের কাছে আছে, তা প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের কাছে ছিল না। কারণ তখনও নতুন নিয়ম লিপিবদ্ধ হবার কাজ চলছিল, এবং তাদের সংগ্রহ করে স পূর্ণ বাইবেলের আকার দিতে (ক্যানন) সময় লেগেছিল। এই কারণে, প্রেরিতদের সত্যতা ও তাদের প্রচারিত বাক্যের সত্যতা প্রমাণের জন্য ঈশ্বর মণ্ডলীতে তাঁর সন্তানদের ভাববাণীর ন্যায় পবিত্র আত্মার দান দিয়েছিলেন। এখন ধরা যেতে পারে যে, থিষলনীকীয় মণ্ডলীর মতো মণ্ডলীতে খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমন সম্বন্ধে অত্যাধিক আগ্রহ এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল যে, মণ্ডলীর মধ্যে অনেকে কেবল দ্বিতীয় আগমন নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের ভাববাণীকেই তুচ্ছ করতে শুরু করেছিল। তাই, তাদেরকে ভাববাণীর প্রকৃত মূল্য স্মরণ করিয়ে দিতে পৌল বাধ্য হয়েছে।

কিন্তু এখন যেহেতু বাইবেলের ক্যানন স পূর্ণ হয়েছে, সেইহেতু ভাববাণীর স্থান শাস্ত্রবাক্যের শিক্ষা ও প্রচার গ্রহণ করেছে। তাই, আজ আমাদের যে বিষয়ে সতর্ক হতে হবে, তা হল, আমরা যেন শাস্ত্রবাক্যের প্রতি কখনও অবজ্ঞা (তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য) প্রদর্শন না করি। আমরা যখন শাস্ত্রবাক্য পাঠ করা থেকে বিরত হই, আমাদের জীবন সম্বন্ধে শাস্ত্রের শিক্ষাকে অবজ্ঞা করি, কিংবা যখন এমন কথা বলি, *"আমি জানি, এ বিষয়ে বাইবেল কী বলে, কিন্তু . . .,"* তখন আমরা এই কাজ বা মনোভাবের দ্বারা ঈশ্বরের বাক্যকে তুচ্ছ/অবজ্ঞা করে থাকি। কিন্তু এইভাবে, আমরা যদি ঈশ্বরের বাক্যকে তুচ্ছ করি, তাহলে আমরা ঈশ্বরের আশীর্বাদ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করব: ***"এই লোকেরা কতকাল আমাকে অবজ্ঞা করবে? আর আমি এদের মধ্যে যে সমস্ত চিহ্ন-কাজ করেছি, তা দেখেও এরা কতকাল আমার প্রতি অবিশ্বাসী থাকবে?"*** (২য় বিবরণ ১৪:১১)।

**৬। সমস্ত বিষয়ের পরীক্ষা কর (২১-২২ পদ)**

এখন ভাববাণীকে যখন তুচ্ছ করতে নিষেধ করা হয়েছে, তখন সেই কাজ বাস্তবায়িত করতে হলে, সবার আগে যে বিষয়টি প্রয়োজন, তা হল, তা সত্য ভাববাণী কি-না, তা পরীক্ষা করা। কারণ, আমরা জানি যে, যেখানে ঈশ্বর গমের বীজ ছড়ান, সেখানে শয়তান শ্যামাঘাসের আগাছা ছড়ায়; যেখানে ঈশ্বর মণ্ডলী স্থাপন করেন, সেখানে শয়তান তার চরদের কাজে লাগায়। ঠিক একইভাবে, পবিত্র আত্মা যখন তাঁর কিছু সন্তানকে অলৌকীক কাজ করতে সক্ষম করেন, তখন শয়তান "মিথ্যা বিস্ময়কে" বিশ্বাসীদের মধ্যে স্থান দেয়। তাই, আমরা সত্য ভাববাদীদের পাশাপাশি মিথ্যা ভাববাদীদের


অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

দেখতে পাই। এমন পরিস্থিতিতে সবাইকে বা সমস্ত ভাববাণীকে অস্বীকার বা তুচ্ছ করা নয়; কিন্তু তাদের পরীক্ষা করে, ভালোকে গ্রহণ করতে হবে ও মন্দ থেকে দূরে থাকতে হবে।

এখন, এই পরীক্ষা করার উপায় কী? সত্য ভাববাদী কখনও ইতিমধ্যে প্রকাশিত ঈশ্বরের বাক্যের (বাইবেল) বিপরীতে কোনও কথা বলে না (২য় বিবরণ ১৩:১-৫)। এইজন্য, আজ আমরা যখন বিভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের বাক্যের প্রচার শুনি, তখন আমরাও একই পদ্ধতিতে তাদের প্রচারের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারি, যখন তাদের সেই প্রচারকে পবিত্র শাস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করে থাকি। বিরয়ার বিশ্বাসীদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লূক লিখেছে, *"তারা সম্পূর্ণ আগ্রহপূর্বক বাক্য গ্রহণ করল, আর এ সকল বাস্তবিক এইরূপ কি-না, তা জানবার জন্য প্রতিদিন শাস্ত্র পরীক্ষা করতে লাগল"* (প্রেরিত ১৭:১১)। যোহনও একইভাবে তার মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের সতর্ক করে বলেছে, *"তোমরা সকল আত্মাকে বিশ্বাস কর না, বরং আত্মা সকলের পরীক্ষা করে দেখ, তারা ঈশ্বর থেকে কি-না; কারণ অনেক ভাক্ত ভাববাদী জগতে বের হয়েছে"* (১যোহন ৪:১)।

আজ, আমরা আত্ম সমীক্ষার সুযোগকে গ্রহণ করব। ঈশ্বর-নির্ভরতার প্রকৃত খ্রীস্টীয় মনোভাবে আমরা কি আমাদের জীবন যাপন করছি? আত্ম-নির্ভরতার পরিবর্তে ঈশ্বর-নির্ভরতা যদি আমাদের জীবনে সত্য হয়, তা হলে আমরা সমস্ত পরিস্থিতিতে আনন্দ করব, অবিরত প্রার্থনা করব ও সমস্ত বিষয়ে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করব। অন্যদিকে, সতর্কতার সঙ্গে পবিত্র আত্মার কাজকে বাধ্য দেব না; ভাববাণী তথা ঈশ্বরের বাক্যকে তুচ্ছজ্ঞান করব না; এবং ঈশ্বরের বাক্যের আলোকে সত্যকে চিনে আমরা ভালোকে গ্রহণ করব ও মন্দ থেকে দূরে থাকব। জগতের মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসী আমাদের মনোভাবে যদি কোনও পার্থক্য না থেকে থাকে, তাহলে, খুবই দুঃখের বিষয়। হয়ত, নিজেকে বিশ্বাসী ভেবে আমরা নিজেদের ঠকাচ্ছি। স্বয়ং ঈশ্বরের দ্বারা পুনর্জাত হয়ে, নতুন সৃষ্টি হিসাবে আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও আমাদের মনোভাবে পার্থক্য ও পরিবর্তন থাকতে বাধ্য।


অনেক প্রতীক্ষার পর প্রকাশিত হল

সমগ্র বাইবেলকে এক নজরে

উপলব্ধি করার

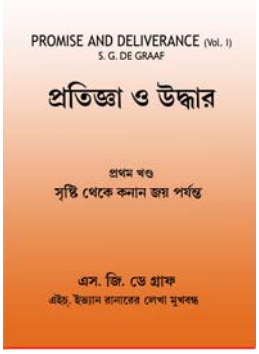


এস. জি. ডে গ্রাফের

৪ খণ্ডের প্রথম খণ্ড

# প্রতিজ্ঞা ও উদ্ধার

*(Bengali translation of*
***PROMISE AND DELIVERANCE (I)***
*by S. G. De Graff)*

প্রতি কপি মাত্র ১০০ টাকা

দশ বা তার বেশি কপির জন্য

মাত্র ৭৫ টাকা

প্রাপ্তিস্থান:–

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী

বি-৩৬ নন্দন কানন, সন্তোষপুর

কলকাতা ৭০০ ০৭৫

দুরভাষ- ২৪৯৬ ৯৪৭৫